ফতে মোল্লা ঃ কে মুরতাদ?

...আয়াতগুলোতে প্রতিটি বিশ্বাসী মুসলমানের জন্য রয়েছে তার মা'বুদের জলদগম্ভীর সুস্পষ্ট নির্দেশ ধর্মত্যাগীকে তাঁর হাতেই ছেড়ে দিতে, ওতে মানুষের এখতিয়ার নেই। তিনিই ওদের দেখে নেবেন, কোনো মানুষ কোনোরকম জবরদস্তি করতে পারবে না। কাজেই অধ্যাপকদের 'ইসলামে ফিরে আসার' জন্য জবরদস্তি করে (তাও আবার ৩ মাসের মধ্যে) কুরআনের সুস্পষ্ট বরখেলাফ করেছেন আমাদের মওলানারা। দ্বিতীয়ত, মুরতাদকে যদি মেরেই ফেলা হয় তবে কুরআনের আয়াত 'একবার মুসলমান হইয়া পরে আবার কাফের হইয়া গিয়াছে, আবার মুসলমান হইয়াছে এবং আবারও কাফের হইয়াছে'এ কাজটা তার লাশকে করতে হয়। সেটা সম্ভব নয়, লাশ তার ধর্মবিশ্বাস পাল্টাতে পারে না।...

গত রোববার ২৭ জুন ৩৩ মুক্তিসন (২০০৪ সাল) সকাল ১০টায় ঢাকাতে 'নাস্তিক-মুরতাদ প্রতিরোধ কমিটি' আর 'মুসলিম মিল্লাত শরিয়া কাউন্সিল'-এর ঢাকা মহানগরী কমিটির সভায় প্রতিরোধ কমিটির সভাপতি মওলানা সাফায়েত উল্লাহ জালালীর সভাপতিত্বে শরিয়া কাউন্সিলের সভাপতি মওলানা মুফতি কুদরতে এলাহী এবং সদস্য মওলানা জাকারিয়া, মওলানা একায়েদ উল্লাহ, মওলানা কেরামত আলী, মওলানা আবদুল জব্বার ফতেহপুরী, মুফতি সালেহ আহমদ প্রমুখ এক বিশেষ সিদ্ধান্তে (তাঁদের মতে) বিভিন্ন 'ইসলামবিরোধী' কর্মকাণ্ডের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. হুমায়ুন আজাদ, ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ড. মুনতাসীর মামুন আর অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. মাহবুবুল মোকাদ্দেস আকাশকে সুরা তওবার ৬ নং আয়াত অনুযায়ী 'মুরতাদ' অর্থাৎ ইসলাম ত্যাগী ঘোষণা করে ইসলামের আনুষ্ঠানিকতায় ফিরে আসার জন্য ৩ মাসের সময় দিয়েছেন। ৩ মাসের মধ্যে অধ্যাপকরা এ প্রস্তাবে সম্মত না হলে সুরা তওবার ১১১ নং আয়াত অনুযায়ী তাঁদের হত্যার সিদ্ধান্ত জানানো হয়।

বাংলাদেশী মুসলমানের ধর্মীয় আবেগ, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি এবং সরকারের দায়িত্ব ছাড়াও এ ঘোষণায় অন্য কিছু দিক সুস্পষ্ট ফুটে উঠেছে। সেগুলো হলো –

উল্লিখিত মওলানা-মুফতিরা

১. তাঁদের আপত্তিগুলো দেশের প্রতিষ্ঠিত সরকারের কাছে না জানিয়ে বেআইনিভাবে নিজেদের হাতে আইন তুলে নিয়েছেন। ২. আদালতের সিদ্ধান্তের বাইরে মানুষ খুন করার ঘোষণার মতো মারাত্মক অপরাধের দায়িত্ব নিয়েছেন। ৩. বিশ্বের সবাই এটা জেনেছে, তাঁরা ইসলামের বিকৃত হিংস্র রূপ তুলে ধরে দেশের ও ইসলামের ভাবমূর্তি আবারো নষ্ট করেছেন। ৪. মুরতাদ বিষয়ে কুরআন-হাদিসের নির্দেশ অমান্য করে ইসলামের সীমা লঙ্ঘন করেছেন যে বিষয়ে কুরআন বারবার মুসলমানদের নিষেধ করেছে, সাবধান করেছে। ৫. সুরা তওবার ৬ ও ১১ নং আয়াত সম্পর্কে নিজেদের অজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। ৬. আচার-আনুষ্ঠানিকতাকে প্রাধান্য দিয়ে তারা ইসলামের মূল শান্তি-বাণীকে অস্বীকার করেছেন। ৭. নিজেরা সন্ত্রাসের উদাহরণ শুরু করে অন্যদের সন্ত্রাসে উৎসাহিত করেছেন। আল-কুরআনের অনেক আয়াতে মুসলমানদের প্রতি চিরকালের নির্দেশ আছে যেগুলো মুসলমানদের চিরকাল পালন করতে হবে। আবার অন্য অনেক আয়াত শুধু তখনকার কিছু ঘটনার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়েছে, সে পটভূমির বাইরে ওই আয়াতগুলো প্রয়োগ করার নির্দেশ কুরআন দেয়নি, প্রয়োগ করা যায়ও না। সে চেষ্টার ফলও হবে আমাদের জন্য মারাত্মক। যেমন সুরা নিসার ১৫৪ আয়াতে আল্লাহ বলছেন শনিবারের সীমালঙ্ঘন না করতে। এটা ছিল আল্লাহর তরফ থেকে শুধু সে সময়ের আরবের সংস্কৃতিভিত্তিক নির্দেশ। যেহেতু আরবের বাইরে পৃথিবীতে কোনো 'শনিবারের সীমা' কোনোদিনই ছিল না এবং এখনো নেই এবং এখন আরবেও সে সংস্কৃতি আর নেই, তাই বাস্তবে এ আদেশ প্রযোজ্য হওয়ার অবকাশ নেই। এমন আরো অসংখ্য উদাহরণ আছে সারা কুরআন জুড়ে, আছে সুরা মুনাফিকুন, মুমতাহিনা, নূর, তওবাহ, আনফাল, মায়েদাহ, নিসা, বাকারা ইত্যাদি বহু বহু সুরায়। সুরা তওবার ৬ ও ১১ নং আয়াতেরও সুস্পষ্ট কারণ ও পটভূমি ছিল যা তাৎক্ষণিক, শাশ্বত নয়। রাসুল আর মক্কিদের মধ্যে সম্পাদিত হুদায়বিয়া সন্ধির চুক্তি যখন মক্কিরা ভঙ্গ করেছিল, তখন চুক্তিভঙ্গের অপরাধে মক্কিদের সঙ্গে চুক্তি বাতিল এবং চুক্তিবদ্ধ অন্য মুশরিকদের সঙ্গেও চুক্তি নবায়ন না করার ঘোষণা করা হয়। তওবার প্রথম আয়াতগুলো হুদায়বিয়া সন্ধির সঙ্গে সম্পর্কিত, তার বাইরে কোনো ব্যাপারের সঙ্গে নয়। সে জন্যই আয়াতগুলোতে বারবার 'চুক্তি' ও 'চুক্তিভঙ্গ' শব্দ দুটির উল্লেখ আছে। এছাড়া সুরা তওবার ৬ নং আয়াতে মুশরিকদের ক্ষমা করার কথা আছে, খুন করার নয়। খুন করার কথা আছে ৫ নং আয়াতে, তাও সেটা মুশরিকদেরকে, মুরতাদকে নয়। আর ১১১ নং আয়াতেও নাযিল হয়েছে নবীজীর তৃতীয় আকাবা-বায়াতের ঘটনায় কিছু লোকের ব্যক্তিগত প্রশ্নের উত্তরে। আজকের বাংলাদেশে এ আয়াত প্রয়োগ করে খুন-খারাবি করার প্রশ্নই ওঠে না।

এবারে দেখা যাক, কেউ কাউকে মুরতাদ ঘোষণা করলে সেটা কি ইসলামসম্মত, না কি কুরআনের খেলাফ করার মতো মারাত্মক অপরাধ। কোনো কোনো মওলানা বলেন,

মুরতাদ শব্দটা এসেছে ’রিদ্দা’ থেকে, রিদ্দার মূল হলো ’রাদ’। সম্পর্কিত শব্দগুলো ইরতাদা, রিদ্দা এবং রাদ সবই হলো স্বকর্ম অর্থাৎ নিজে করতে হয়। বাইরে থেকে কেউ কাউকে স্বকর্ম করাতে পারে না। কুরআনও শব্দটার এ সুর ধরে রেখেছে, যেমন আত্মহত্যা, আত্মহত্যা যে করে, সেই করতে পারে। বাইরে থেকে কেউ অন্যকে খুন করতে পারে কিন্তু আত্মহত্যা করতে পারে না। রিক্যান্টেশন বা ধর্মত্যাগও নিজে করতে হয়, নিজমুখে বলতে হয়। মুরতাদ নিজ মুখে না বলা পর্যন্ত কাউকে মুরতাদ বলার অবকাশ বা অধিকার কারোরই নেই। যতোদূর জানি ড. মামুন আর ড. আকাশ নিজেদের মুরতাদ ঘোষণা করেনি। কাজেই তাদের ব্যাপারে মওলানাদের ঘোষণা প্রযোজ্য নয়। ড. আজাদ তাঁর কিছু বইতে ধর্মে তাঁর অবিশ্বাস ব্যক্ত করেছেন। সে হিসেবে তাঁকে আমরা ইসলাম ত্যাগী অর্থাৎ মুরতাদ বলতে পারি। এবারে দেখা যাক তাঁর ব্যাপারে মওলানাদের ঘোষণা ইসলামসম্মত কি না, মুরতাদের ব্যাপারে খোদ আল-কুরআন কি বলছে।

মোটামুটি যে সুরা-আয়াতগুলোতে মুরতাদের ব্যাপারে কুরআনের নির্দেশ আছে তার মধ্যে সুরা নাহল এসেছে মক্কাতে, বাকি ৯টি এসেছে মদিনাতে। দীর্ঘ হয়ে যাবে বলে সংশ্লিষ্ট উদ্ধৃতিগুলো দেবো না, আপনারা মিলিয়ে নিতে পারেন। আগে-পরের আয়াতগুলোর সঙ্গে শানেনজুলও পড়ে নিন, যাতে ’পটভুমির বাইরে’ হওয়ার সম্ভাবনা দূর হয়। পড়ে নিন সুরা বাক্বারা-২১৮, ইমরান-১০৬ ও ১৪৪, মায়েদা-৫৪, আদ-দাহার-২৯, কাহফ-২৯, আল-যুমার-১৫, আল-গাসিয়াহ-২৩ ও ২৪। মওলানা মুহিউদ্দিনের অনূদিত বাংলা কুরআনের ১১২ আর ২৩৮ পৃষ্ঠাতেও কিছু তত্ত্ব-তথ্য আছে। আশশুরার আয়াত ১৬ দেখা যেতে পারে, দেখা যেতে পারে সুরা তওবার আয়াতগুলোও, সংশ্লিষ্ট হিসেবে।

সুরা ইমরান, আয়াত-৭ বলেছে, কুরআনের কিছু অংশ সুস্পষ্ট এবং সেটাই এ কেতাবের আসল অংশ। সে আসল অংশের সুস্পষ্ট উদ্ধৃতি দিচ্ছি, আল্লাহ ইসলামত্যাগী মুরতাদের কথা অনেকবারই বলেছেন এবং নিজেই শাস্তি দেবেন বলেছেন। নিজে শাস্তি দেবেন বলেই আল্লাহ মুরতাদকে খুন করার অধিকার বা নির্দেশ কাউকে দেননি। আমাদের মওলানাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ করবো, তারা যেন অন্য যেকোনো কারণেই হোক কুরআনের এ নির্দেশ উপেক্ষা না করেন। হাদিসেও মুরতাদ খুনের কোনো শক্তিশালী সূত্র নেই, সে কথায় পরে আসছি।

> সুরা মুনাফিকুন, আয়াত-৩ ও ৪ ঃ ’ইহা এই জন্য যে তাহারা বিশ্বাস করিবার পর পুনরায় কাফের হইয়াছে।... তাহাদের সম্পর্কে সতর্ক হোন। ধ্বংস করুন আল্লাহ তাহাদিগকে।’

সুরা আততাওবাহ, আয়াত ৬৬ ঃ ’ছলনা করিও না, তোমরা যে কাফের হইয়া গিয়াছ ঈমান প্রকাশ করিবার পর। তোমাদের মধ্যে কোন কোন লোককে আমি যদি ক্ষমা করিয়াও দেই তবে অবশ্য কিছু লোককে আজাবও দিব’। সুরা আত তাওবাহ, আয়াত ৭৪ ঃ ’... মুসলমান হইবার পর অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারী হইয়াছে... তাহাদিগকে আজাব দিবেন আল্লাহতা’লা, বেদনাদায়ক আজাব দুনিয়াতে এবং আখেরাতে।’

সুরা নাহল, আয়াত ১০৬ ঃ ’... যে কেহ বিশ্বাসী হইবার পর আল্লাহতে অবিশ্বাসী হয় এবং কুফরির জন্য মন উন্মুক্ত করিয়া দেয়, তাহাদের উপর আপতিত হইবে আল্লাহর গজব এবং তাহাদের জন্য রহিয়াছে শাস্তি’।

সুরা নিসা, আয়াত ১৩৭ ঃ ’যাহারা একবার মুসলমান হইয়া পরে আবার কাফের হইয়া গিয়াছে, আবার মুসলমান হইয়াছে এবং আবারও কাফের হইয়াছে এবং কুফরিতেই উন্নতিলাভ করিয়াছে, আল্লাহ তাহাদেরকে না কখনও ক্ষমা করিবেন, না পথ দেখাইবেন’।

এবারে কুরআনের আরো সুস্পষ্ট বাণী, সুরা ইউনুস, আয়াত ৯৯ ঃ ’আর তোমার পরওয়ারদিগার যদি চাহিতেন তবে পৃথিবীর বুকে যাহারা রহিয়াছে, তাহারা সকলেই ইমান নিয়া আসিত সমবেতভাবে। তুমি কি মানুষের উপর জবরদস্তি করিবে ইমান আনিবার জন্য?’

এ আয়াতগুলোতে প্রতিটি বিশ্বাসী মুসলমানের জন্য রয়েছে তার মা’বুদের জলদগম্ভীর সুস্পষ্ট নির্দেশ ধর্মত্যাগীকে তাঁর হাতেই ছেড়ে দিতে, ওতে মানুষের এখতিয়ার নেই। তিনিই ওদের দেখে নেবেন, কোনো মানুষ কোনোরকম জবরদস্তি করতে পারবে না। কাজেই অধ্যাপকদের ’ইসলামে ফিরে আসার’ জন্য জবরদস্তি করে (তাও আবার ৩ মাসের মধ্যে) কুরআনের সুস্পষ্ট বরখেলাফ করেছেন আমাদের মওলানারা। দ্বিতীয়ত, মুরতাদকে যদি মেরেই ফেলা হয় তবে কুরআনের আয়াত ’একবার মুসলমান হইয়া পরে আবার কাফের হইয়া গিয়াছে, আবার মুসলমান হইয়াছে এবং আবারও কাফের হইয়াছে’এ কাজটা তার লাশকে করতে হয়। সেটা সম্ভব নয়, লাশ তার ধর্মবিশ্বাস পাল্টাতে পারে না। আমি আবারো আমাদের মওলানাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ করবো, তারা যেন অন্য যেকোনো কারণেই হোক কুরআনের এ গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ অমান্য না করেন।

এবারে হাদিসগুলোতে দেখা যাক মুরতাদের ব্যাপারে নবীজী কি বলছেন যতোই

অবিশ্বাস্য হোক, ইসলাম ত্যাগের ঘটনাটা নবীজীর সময়ও কয়েকবারই ঘটেছে। এমনকি এতো সম্মানিত সাহাবি তার ওহি লেখক আবদুল্লা বিন সা'আদও হঠাৎ মুরতাদ হয়ে মদিনা থেকে মক্কায় পালিয়ে গেছে। ছোটখাটো মুরতাদ তো বটেই, এহেন মহা মুরতাদকেও খুন করেননি নবীজী। অনেক পরে মক্কা বিজয়ের দিনে তিনি সা'আদকে ক্ষমা করে আমাদের মওলানাদের জন্য প্রত্যক্ষ এবং জ্বলন্ত উদাহরণ রেখে গেছেন। আবদুল্লা বিন সা'আদ আবার মুসলমান হয়েছিল। প্রায় ১০০টি যুদ্ধ-বিগ্রহ হয়েছে ইসলামের ইতিহাসে, অনেক খুন-জখমও হয়েছে। সেসব সুস্পষ্ট এবং বিস্তারিত ধরা আছে তারিখ আল তাবারি, সহি সিত্তা (বোখারি-মুসলিম-নাসায়ী-আবু দাউদ-তিরমিজি এবং ইবনে মাজাহ বা মুয়াত্তা) আর ইবনে হিশাম-ইশাকের সিরাত রসুলুল্লাহ বইগুলোতে। ইমাম শাফি'ই আর ইমাম আবু হানিফার শরিয়া কেতাবেও কিছু হাদিস আছে। কিন্তু এতো হাজার হাজার হাদিসের মধ্যে একটা উদাহরণও পাওয়া যায়নি যেখানে শুধু ইসলাম ত্যাগের জন্য মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন নবীজী। অথচ নবীজীর উদাহরণ না থাকলেও সহি বোখারিতে দেখি এক মুসলমান খুন করেছে এক মুরতাদকে, 'নবীজী বলেছেন' বলে। আমরা জানি, বহু লোকেরা 'নবীজী বলেছেন' বলে জাল হাদিস দিয়েছে, তার অনেক প্রমাণও আছে।

এবারে শরিয়ার আইন। শরিয়া যখন বানানো হয়েছিল, সেই সপ্তম-অষ্টম-নবম শতাব্দীর মুসলমানদের অবস্থা খেয়াল করুন। পূর্ব-পশ্চিমে, উত্তর-দক্ষিণে যুদ্ধ তখন তুমুল। আরবের শুকনো মরুভূমি থেকে অবিশ্বাস্য সামরিক শক্তিতে বেরিয়ে এসে মুসলিম সৈন্যরা তখন ঝড়ের মতো ছুটে গেছে সর্বত্র। পুরোটা মধ্যপ্রাচ্য শুধু নয়, আফ্রিকা-এশিয়ার এ দেশের পর দেশ তাদের পদানত হচ্ছিল প্রত্যেকটা দিন। রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের সেই উত্তাল তরঙ্গের মধ্যে বানানো হচ্ছিল মুসলমানের আইন, শরিয়া। এহেন ক্রান্তিকালে মুসলমানের সুসংহত সংঘবদ্ধ ঐক্যের গুরুত্ব অপরিসীম। কোনো এক মুসলমান মুরতাদ হয়ে গেলে যুদ্ধজর্জরিত অন্য মুসলমানদের উপরে তার প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা প্রবল, সেটা মুসলিমদের জন্য অত্যন্ত সর্বনাশা হতে পারে। তাই সে পথে মৃত্যুদণ্ডের লাঠি তুলে ধরেছেন আমাদের শরিয়া-ইমামেরা। পরবর্তী সময়ও শরিয়া এ একই চাপের মধ্যে বড়ো হয়েছে। দ্বাদশ শতাব্দীতে ইবনে তাইমিয়ার সময়ের কথাই ধরুন। পুর্বদিকে অমুসলিম মঙ্গোলের ধাক্কা, পশ্চিমেও মুসলিম শক্তির অবক্ষয় তখন শুধু দেওয়ালের লিখন। খ্রিস্টানদের প্রচণ্ড চাপের মুখে পুরো স্পেন থেকে পেছনে হটে এসেছে মুসলিম শক্তি, দক্ষিণের ছোট্ট প্রদেশ গ্রানাডার রশি ধরে কোনোরকমে ঝুলে রয়েছে সে। প্যালেস্টাইন উপকূলে মঙ্গোলদের সহায়তায় তখনো ক্রুসেডারেরা আঘাতের পর আঘাত হানছে পশ্চিমে মুসলিমের শেষ শক্তি মামলুক সাম্রাজ্যের ওপর। মুসলমানের এই আত্মরক্ষার অগ্নিযুগে কোনো মুসলমানের ইসলাম ত্যাগ করার উদাহরণ স্বভাবতই মৃত্যুদণ্ডের যোগ্য। এ কারণগুলো সাময়িক এবং রাজনৈতিক, সে সামগ্রিক যুদ্ধের পরিস্থিতি এখন নেই বলে এগুলো এখন আর খাটে না।

মুরতাদ-ফতোয়ার প্রথম বলি হলেন নবীজীর আদরের নাতি ইমাম হোসেন। এজিদের সাম্রাজ্য জুড়ে ছড়িয়ে দেওয়া হলো ইমাম হোসেনের বিরুদ্ধে ফতোয়া, এজিদ-পালিত মোল্লারাই ছড়ালেন সেটা রাজ্যময়। এজিদের রাজকীয় আদেশ নয়, সেই ফতোয়াই ছিল ইমামের ঘাতকদের আসল মানসিক শক্তি। সে ফতোয়া নিজের পাগড়ির ভেতরে রাখতো ইমামের ঘাতক সীমার নিজে। ফতোয়াটা তারিখ-আল-তাবারিতে পাওয়া যায় (ড. সাচেদিনা)। পরের দিকে কোনোরকম কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে মুরতাদ-ফতোয়া নিয়ে শুরু হলো হরির লুট। যে যাকে পারে মুরতাদ বলা শুরু করলো। এমনকি বড়োপীর সাহেবের মতো বুজর্গকেও মুরতাদ ঘোষণা করেছিল মওলানা ইমাম হৌজ(ফতহুল গয়ব বড়োপীর সাহেবের বক্তৃতার সংকলন)। মনসুর হাল্লাজ থেকে আমাদের মানবদরদী কবি নজরুল পর্যন্ত রক্ষা পাননি এ থেকে। নসর জায়েদের মতো অনেক মুসলমান পণ্ডিত ইসলাম না ছেড়েও এ ফতোয়ার উদ্যত খঞ্জর থেকে পালিয়ে বেঁচেছেন, নাওয়াল সাদাবীর ৩৭ বছরের বিয়েকে তালাক ফতোয়া দেওয়া হয়েছে। রক্ষা পাননি মওলানা মওদুদিও। এ লম্বা লিস্টিতে আর যাবো না, তবে দেওবন্দি-বেরিলভির মওলানাদের পারস্পরিক কুফরি ফতোয়া আমাদের মনে আছে। মোদ্দা কথাটা হলো, কোনো না কোনো মওলানার হুংকারে দুনিয়ার প্রতিটি মুসলমানই মুরতাদ, এমনকি একদল মওলানাদের ফতোয়ায় অন্যদল মওলানারাও মুরতাদ। সব মিলিয়ে লজ্জাজনক এক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে এই 'মুরতাদ' ফতোয়া নিয়ে। এ দলিল স্পষ্ট ধরা আছে পাকিস্তানের চিফ জাস্টিস মুনির আর জাস্টিস কায়ানি নিয়ে গঠিত ১৯৫৪ সালের পাঞ্জাব অ্যাক্ট-২-এর অধীনে কোর্ট অফ ইনকুয়ারির রিপোর্টে। সেখানে বলা আছে, একদল মওলানা রাষ্ট্রের গদিতে বসলে অন্য মওলানাদের মুরতাদ ফতোয়ায় কল্লা কেটে ফেলবেন।

গত চৌদ্দশ বছরে আজ পর্যন্ত কোনো মুরতাদের সঙ্গে মওলানাদের সংলাপের উদাহরণ পাইনি। মওলানাদের সে সংস্কৃতিই গড়ে ওঠেনি। তাদের উচিত ছিল প্রত্যেকটি মুরতাদকে সমাদরে ডেকে আলোচনায় বসে তার ইসলাম ত্যাগের কারণ খুঁজে বের করা, সে কারণ নিরসনের চেষ্টা করে তাকে ইসলামে ফেরানোর চেষ্টা করা। এ চেষ্টায় ফল কিছু হতোই, ফল না হলেও অন্তত ভালো কিছুর চেষ্টা তো হতো। এই দরকারি কাজটাকে কখনোই দরকারি মনে করা হয়নি, সরাসরি খুনের চেষ্টা করা হয়েছে। ধর্মের লালন ও বিকাশ যে শুধু আত্মার স্নিগ্ধ নীড়েই, ডাণ্ডায়-হুংকারে নয়, ইসলামের এ সত্যটাকে উপলব্ধি করা হয়নি। মৃত্যুর ভয় দেখিয়ে জেলখানার মতো করে বন্দী করে রাখার প্রাণপন চেষ্টা হয়েছে।

১৯৬৫ সালে বানানো মানবাধিকার সনদের ১৮ নং আর্টিকেল অনুযায়ী বিশ্বের প্রত্যেকটি লোকের ধর্ম-পরিবর্তনের সম্পূর্ণ অধিকার আছে। সব মুসলিম রাষ্ট্র সেটাতে সইও করেছে, (একমাত্র সৌদী আরব ছাড়া) পৃথিবীর জনসংখ্যার এক চতুর্থাংশ, একশ

বিশ-ত্রিশ কোটির অসীম সমুদ্র, সুবিশাল জনতার বিশ্বমুসলিম! কোথায় আকাশ ভেঙে পড়ে যদি দুচারশ চলেই যায়? কুরআনের 'তোমার ধর্ম তোমার, আমারটা আমার', 'ধর্মে শক্তি প্রয়োগ নেই', এ বাণী দুটোর মর্যাদা তো রক্ষা হয়, নবীজীর প্রত্যক্ষ উদাহরণের মর্যাদা তো রক্ষা হয়! দুনিয়ার সামনে শান্তির ধর্মের অন্তত একটা প্রমাণ তো হয়! ওদিকে অনেক অমুসলিম তো মুসলমান হচ্ছেই! ওরা মুসলমান হলে খুশিতে ফেটে পড়ি আমরা, কিন্তু কোনো মুসলমান ঐ একই কাজ করলে তাকে কতল করি। কুরআনের 'লাকুম দ্বীনুকুম ওয়ালিয়া দ্বীন' আর 'লা ইকরাহা ফিদ দ্বীন' বাক্য দুটোকে উপেক্ষা না করে মুরতাদকে হত্যা তো দূরের কথা, হত্যার চিন্তাও সম্ভব নয়। সে জন্যই বুঝি নবীজী বলেছিলেন, কেউ নিজেকে নিজের মুখে মুসলমান বলাই যথেষ্ট, 'তুমি কি তাহাদের বক্ষ চিরিয়া দেখিয়াছ- তাহাদের মনের মধ্যে কি আছে'? এ কথা বলে আল্লাহর রসুল আল্লাহর নির্দেশেরই প্রতিধ্বনি করেছেন।

> সুরা কলম, আয়াত ৪৪ ঃ 'অতএব, যাহারা এই কালামকে মিথ্যা বলে, তাহাদিগকে আমার হাতে ছাড়িয়া দিন...' সুরা নিসা, আয়াত ৯৪ ঃ 'যে তোমাদেরকে সালাম করে তাহাকে বলিও না যে তুমি মুসলমান নও...'

মওলানারা ভুল করেছেন, কুরআনের বাণী উপেক্ষা করে মহা ভুল করেছেন। শক্তি দিয়ে কারো ওপরে ধর্মের অনুষ্ঠানিকতা চাপিয়ে দিলেই আত্মার আনুগত্য আসবে, এটা তাঁদের নিদারুণ ভ্রান্তি। শক্তিতে বরং ঘৃণারই জন্ম হয়। তাঁদের উচিত অনতিবিলম্বে ইসলামবিরোধী এ ঘোষণা ফিরিয়ে নেওয়া। এতে দোষের কিছু নেই, শ্লাঘারও কিছু নেই। কারণ, মানুষ মাত্রেরই ভুল হয়। কিন্তু না শোধরালে এ মহা ভুল আরো ভুলের জন্ম দিতে পারে। তাঁদের ওপরেও কেউ 'মুরতাদ' ঘোষণা দিতে পারে, মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করতে পারে, এমনকি মাথার দামও ধরতে পারে। সেদিন না আসুক, ধর্মে কোনোরকম জবরদস্তি না হোক, সারা দুনিয়ায় ইসলামের শান্তির ভাবমূর্তি বজায় থাকুক।

ফতে মোল্লা ঃ **মুক্ত-মনা সদস্য,** কানাডা প্রবাসী লেখক।

লেখাটি দৈনিক ভোরের কাগজে প্রকাশিত (১০ জুলাই ২০০৪, শনিবার। ২৬ আষাঢ় ১৪১১)